দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3 ...

011

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা সামাজিক অভিশাপ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুগ যুগ ধরে নিরক্ষরতা মোচনের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশেও ঐ দিবসটি পালিত হচ্ছে।

উক্ত দিবসটি পালিত হওয়ার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিরক্ষরতা দূর হয়েছে এবং ঐ সব দেশের শিক্ষিতের হার অনেক বেড়েছে। ফলে, তারা জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। আর আমরা এই দিবসটি পালন করলেও আমাদের শিক্ষিতের হার ২৪-এর কোটাও অতিক্রান্ত করতে পারিনি। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা দ্রুত বেড়েই চলেছে।

কিন্তু শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম বলা চলে না। অর্থাৎ দেশের দুই তৃতীয়াংশ গ্রামে ১টি করে বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এসব বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত হলেও তাদের ৯৫ ভাগ ৫ম শ্রেণী শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে মূর্খ হয়ে জীবন-যাপন করে। তাই এসব ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে গিয়ে লাভ হয় কি? অনুসন্ধানে জানা যায় যে, অজ্ঞ অভিভাবকদের উদাসীনতা, শিক্ষকদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা, গরীব ছেলেমেয়েদের আর্থিক দৈন্য-দশা ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের দুর্নীতিই এর মূল কারণ।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ শিশু। অর্থাৎ মোট শিশুর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৩ কোটি। এর মধ্যে ২ কোটি শিশু নাকি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। অথচ এসব শিশুই একদিন বড় হয়ে মূর্খ জীবন-যাপন করবে।

১৯৮০ সনের সরকারী নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রতি ইউনিয়নে ২০/২২টি করে গণ-শিক্ষা কেন্দ্র চালু করে শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে তা স্বল্পকালের মধ্যে উঠে যায়। আর এতে সরকারের বিপুল অর্থের অপচয় ঘটে। দেশের চাহিদাভিত্তিক ও যুগপোযোগী না হলে কোন পরিকল্পনাই কার্যকরি হয় না। আমাদের মতে, বয়স্ক শিক্ষার জন্য মসজিদের ইমাম, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা ও টোল শিক্ষকদের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। কেননা, প্রতিটি গ্রামেই একাধিক মসজিদ রয়েছে এবং সেখানে মুছল্লীরা নামাজের জন্য সমবেত হয়ে থাকেন।

তাঁরা মছলা মাছায়েলের সাথে এশার নামাজের পর শীতে ও শুষ্ক মওসুমে মসজিদে অনায়াসে ১ ঘন্টা কাটাতে পারেন। এ ছাড়া দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের প্রতিটিতে একটি করে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা চালু আছে। ঐ সব মাদ্রাসায় ৯৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী কোরান শরীফ পড়ার জন্য গিয়ে থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়ের ৩০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীও পড়ার জন্য বিদ্যালয়ে যায় না। কাজেই সকালের দিকে ঐসব মক্তবের শিক্ষকদের ১ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। দেশের প্রতিটি উপজেলা সদরে একটি সরকারী নৈশবিদ্যালয় এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ২/৩টি করে বিত্তবান লোকের দানে ও চাঁদায় নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। কারণ দেশে বহু যুগ ধরে বেসরকারী উদ্যোগে অগণিত মসজিদ, মক্তব ও স্কুল চলে আসছে। নিরক্ষরতা আমাদের জাতির জন্য এক মহা অভিশাপ। এ অভিশাপ থেকে দেশকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে। দেশের লোকজনকে কেবল অক্ষর শিখালেই চলবে না তাদের পুরোপুরি জ্ঞান দান করতে হবে। আল্লামা ইকবালের ভাষায় "শিক্ষা বলতে স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষা বুঝায় না— মানুষকে পূর্ণ করে গঠন করাই হলো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।" আমাদের নবী করীম (সাঃ) বলেছেন "প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ" তিনি আরও বলেছেন, "জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীন দেশেও যাও।"

কাজেই রছুলে করীমের এই উপদেশ অনুসরণ করে আমাদের সকলের এক যোগে দেশ থেকে নিরক্ষরতা অভিযানে আত্মনিয়োগ করা উচিত।

—আবু মোহাম্মদ আদীল